DEC 27 2001

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৬...

প্রাইমারী স্কুলে প্রত্যেক ছাত্র মাসে এক শ' টাকা স্টাইপেন্ড পাবে॥ এইচএসসি পর্যন্ত মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী বাতিল করে সকল প্রাইমারী ছাত্রছাত্রীর জন্য মাথাপিছু মাসে ১শ' টাকা হারে নগদ উপবৃত্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নতুন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর বুধবার একনেকের প্রথম বৈঠকে মেয়েদের জন্য পূর্ববর্তী এসএসসির পরিবর্তে এইচএসসি পর্যন্ত বিনা বেতনে শিক্ষার কর্মসূচী চালুরও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পরিকল্পনা কমিশনের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়েছে। খবর বাসসর।

এনইসি ভবনে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এসএসসি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের কলেজে বিনা বেতনে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের পড়াশোনার সুযোগ ছাড়াও অতিরিক্ত মাসে ৬৫ টাকা করে নগদ উপবৃত্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

শিক্ষা খাতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছাড়াও একনেকের বৈঠকে ১০টি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন করা হয়। গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশেষ করে ডিলারশিপের সঙ্গে যুক্ত দুর্নীতি ও অব্যবস্থা দূর করার জন্য এখন থেকে খাদ্যের বদলে সকল সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা মাথাপিছু ১শ' টাকা করে স্টাইপেন্ড পাবে। একই পরিবারের দু'জন হলে পাবে প্রতিমাসে ১২৫ টাকা করে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, দেশে ২১ লাখ পরিবারে ২২ লাখ ছেলেমেয়ে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য লাভ করত। এই কর্মসূচী দেশের ২৭ ভাগ এলাকায় অর্থাৎ শতকরা ৪০ ভাগ দরিদ্র ছাত্রছাত্রীর মধ্যে চালু ছিল। কিন্তু বুধবারের একনেকের সিদ্ধান্তের ফলে দেশের শতকরা ১শ' ভাগ প্রাইমারী ছাত্রছাত্রী এই উপবৃত্তির সুবিধা পাবে।

একনেকের সভায় অনুমোদিত ১০ প্রকল্প হলো টঙ্গী-আশুলিয়া সড়ক পাকাকরণ, ধউর-মিরপুর-শাহ আলী

শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী বাতিল॥ একনেকের সিদ্ধান্ত

মাজার এবং মিরপুর ব্রিজ পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ, জিঞ্জিরা-কেরানীগঞ্জ-নবাবগঞ্জ-দোহার-শ্রীনগর সড়ককে আঞ্চলিক মহাসড়কে উন্নীতকরণ, মুক্তি সরণি প্রশস্তকরণ, চেঙ্গীরখাল নদীর ওপর গোয়াইনঘাট সেতু, কর্ণফুলী সেতু, ভৈরব সেতু নির্মাণ, বিএডিসির পাট বীজ উপ-প্রকল্প, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প, ফিমেল সেকেন্ডারি স্কুল এ্যাসিস্ট্যান্স প্রজেক্ট (দ্বিতীয় পর্যায়) ও উপজেলা পর্যায়ে মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়)।